নন্দদুলাল আচার্য

সন্ধ্যা

সম্পূর্ণ ধ্যানের শেষে গরবিনী সন্ধ্যা এল ইমনের সুরে।
শ্রুতিপটুশালিনীকে ঘিরে ধরে কুন্ঠাহারা বনের মেয়েরা,
মাধুর্য ছড়িয়ে হাসে, নীল স্বরে কেঁপে ওঠে বিপন্ন বিধাতা।
আকাশ মথিত হয় যূথীগন্ধে, স্নায়ুপ্রান্তে নিষিদ্ধ আগুন।
সে কি জল ভালোবাসে ? তাই খোলে ব্রীড়াময় কড়ি ও কোমল ?
রূপকথা থেকে বুঝি উঠে এল ? এত দক্ষ সুরতক্রীড়ায়।
তুমি কার দুহিতা গো ? কার মেয়ে ? এত যে আনন্দ দিলে আজ

'পৃথিবী ভরিয়া গেল ধুলিহীন মধুর বাতাসে।'

মাধুর্য

মাধুর্য খাবেন বলে সংকীর্তনে এসেছেন রাই।
দোহার আখর দিচ্ছে, ফাঁকা মঞ্চে চতুর কানাই।
রূপসির রূপ খায়, ছদ্মবেশী রক্তমুখী নাগ,
নলবনে বাঘিনীকে একা পেয়ে যত্নে খায় বাঘ।
বনবাসী আত্মা খায়, উদাসিনী বৈষ্ণবীর মাস।
শিবামুখী দেবী খায় নরমাংসে চকাস্ চকাস্।

রক্তে ভাসে গৌরীপীঠ, ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে গেছে কার ?
রমণসঙ্গিনী বলে, বৃদ্ধশ্রবা, আমার...আমার...